কাব্যপ্রকাশ ও মম্মট

কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব | গ্রন্থকর্তার নাম মম্মট | গ্রন্থের অধ্যায় দশ | অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস | নাট্যতত্ত্ব ছাড়া অলংকারশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মম্মট |

অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস | উল্লাসের অর্থ হল বিচ্ছুরণ, চমক অথবা চমকানি | उत्-लसू ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া বা দীপ্তি হওয়া | দশটি উল্লাস বলতে বোঝা যায় দশবার বিচ্ছুরণ | এই বিচ্ছুরণ হল কাব্য-চন্দ্রের আলোর | কাব্য এবং চন্দ্র- দুয়ে অভেদ-কল্পনা (রূপক) করে চন্দ্রের অংশটুকু লুপ্ত করা হয়েছে | আলোর প্রতিশব্দ "প্রকাশ" | কাব্যমেব चन्द्रः, तस्य प्रकाशः काव्यप्रकाशः, तस्य उल्लासः। অর্থাত প্রথম উল্লাস মানে হল কাব্য-রূপ চাঁদের আলোর প্রথম বিচ্ছুরণ | আলোর বিচ্ছুরণ (প্রকাশস্য উল্লাসঃ) যেমন প্রকট করে তোলে চাঁদকে, তেমনি গ্রন্থের এক একটি অধ্যায় (উল্লাস) স্বরূপ-উদ্ঘাটন করে কাব্যের (সাহিত্যের) | নামকরণের ক্ষেত্রে ধ্বন্যালোকের অনুকরণ স্পষ্ট | কেননা, কাব্যপ্রকাশের প্রতিশব্দ হল কাব্যালোক | আর ধ্বন্যালোক-কে কেউ কেউ বলেন কাব্যালোক |

মম্মটের জন্ম কাশ্মীরের আনন্দপুরে | খৃঃ একাদশ শতকের প্রথম অর্ধে | তার পিতার নাম জৈয়ট | ছোটো দুই ভাই এর নাম -কৈয়ট এবং উবট | মম্মটের শিক্ষা-দীক্ষা বারাণসীতে | অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি "রাজানক" উপাধি পান | "রাজানক" শব্দের অর্থ প্রায় রাজার মত (সার্বভৌম) | কৈয়ট ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি মহাভাষ্যের টীকা লিখেছেন | উবট বেদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তিনি শুক্ল-যজুর্বেদের ভাষ্য রচনা করেছেন |

মম্মট কাশ্মীরীয় ছিলেন, তার সপক্ষে তিনটি যুক্তি দেওয়া যেতে পারে - 1. অল্লট, উদ্ভট, লোল্লট- প্রভৃতির মত মম্মট কাশ্মীরী নাম | 2. মম্মট বলেছেন চিঙ্কু শব্দটি অশ্লীল | কাশ্মীরী ভাষাতেই চিঙ্কু শব্দটি অশ্লীল | অতএব অনুমান করা যায় যে মম্মটের মাতৃভাষা কাশ্মীরী, তিনি কাশ্মীরের অধিবাসী | 3. "রাজানক" একটি কাশ্মীরী উপাধি, কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে আজও এটি প্রচলিত আছে |

মম্মটের লেখা পুস্তকের সংখ্যা দুই-1. কাব্যপ্রকাশ এবং 2. শব্দব্যাপারবিচার | দ্বিতীয়টির আলোচ্য বিষয় শব্দের বৃত্তি | ঔফ্রেক্ট-এর মতে "সঙ্গীতরত্নমালা" মম্মটের লেখা | বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে আবার মম্মটের নামে একটি শ্লোক পাওয়া গেছে | তা থেকে অনেকে মনে করেন, মম্মটের লেখা পুস্তক সংখ্যা চার |

মম্মট আলঙ্কারিক | অলঙ্কারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ | তাঁর পূর্ববর্তী আলঙ্কারিক ভরত, ভামহ, দন্ডী, আনন্দবর্ধন, মুকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্তের গ্রন্থের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ পরিচিত | এদের গ্রন্থ থেকে কখনো উদাহরণ, কখনো কখনো অবিকল বাক্য বা বাক্যাংশ নিয়ে কারিকা এবং বৃত্তি লিখেছেন | নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন- উদ্ভট, বামন, আনন্দবর্ধন প্রভৃতি প্রমুখের | কারিকা, বৃত্তি ও উদাহরণ- এই তিন নিয়ে কাব্যপ্রকাশ | উদাহরণগুলি মম্মট সংগ্রহ করেছেন অন্যদের লেখা থেকে কিন্তু বৃত্তি এবং কারিকা তাঁর নিজস্ব কিনা এই নিয়ে দুটি মতবাদ গড়ে উঠেছে - ক) প্রথমদলের মতে, কারিকাগুলি ভরতের রচনা | বৃত্তিগুলি মম্মট লিখেছেন | খ) দ্বিতীয় দলের মতে, কারিকা ও বৃত্তি দুটি-ই মম্মটের লেখা | কিন্তু দশম উল্লাসের পরিকর অলঙ্কার অবধি | বাকি অংশটুকু অল্লটের লেখা |